আল ইরশাদ-সহীহ আকীদার দিশারী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ خاتمة في التحذير من البدع ـ বিদআত থেকে সতর্ক করণার্থে একটি পরিশিষ্ট

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

الفصل السابع: ما يعامل به المبتدعة ـ সপ্তম পরিচ্ছেদ: বিদআতীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত?

বিদআতীকে নছীহত (সদুপদেশ) করা এবং তার বিদআতের প্রতিবাদ করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বিদআতীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া, তাদের সাথে চলা-ফেরা করা হারাম। কেননা এতে করে তাদের সাথে মেলা-মেশাকারীদের মধ্যে খারাপ আকীদা ও আমলগুলোর প্রভাব পড়তে পারে এবং অন্যদের মাঝেও তাদের বিদআত প্রবেশ করতে পারে।

বিদআতীদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে ঠেকানো সম্ভব না হলে বিদআতী এবং তাদের অনিষ্টতা হতে মানুষকে সতর্ক করা আবশ্যক। আর শক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ থাকলে মুসলিম সমাজের আলেমদের এবং শাসকদের উচিত শক্তি প্রয়োগ করে বিদআত প্রতিহত করা ও বিদআতীদেরকে শাস্তি দেয়া। কেননা তারা ইসলামের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। জেনে রাখা উচিত যে, কুফরী রাষ্ট্রসমূহ বিদআতীদেরকে তাদের বিদআত প্রচারে উৎসাহ এবং বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করে থাকে। তারা এটাকে ইসলাম ধ্বংসের অন্যতম মাধ্যম মনে করে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তার দীনকে বিজয়ী করেন এবং তার শত্রুদেরকে অপমানিত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার এবং তার সাথীদের উপর অজস্র শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। আমীন

আজ রোববার ৪/৮/১৪৩৮ হিজরী, কিতাবটির অনুবাদ শেষ করতে পেরে আল্লাহর শোকর আদায় করছি। আল-আলহামদুলিল্লাহ্।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13325

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন